on himself. He therefore came prepared to the assembly. On arriving there, one of the nobles getting up, thus addressed him, whom Ferdinand is it your pleasure that we should declare king? He replied, whom but John the son of my brother? Drawing forth the infant prince from under his cloak he said, who but this infant ought to be declared king? Then lifting him upon his shoulders he said, God save king John, God save king John. He immediately ordered the royal banner to be unfurled, and placing the infant upon the throne, cast himself prostrate before him and saluted him as king. All the nobles astonished at this fidelity, followed his example.

34. *The king and the hawk.*

The Persians relate of one of their kings that being one day on a hunting party with his hawk, a deer started up before him; he followed it with great eagerness till it was taken.

এব তিনি আপনাকে প্রস্তুত করিয়া সভায় গমন করিলেন। তথায় পঁহুছিলে কুলীনেরদের এক জন উঠিয়া তাঁহাকে ইহা কহিলেন যে হে ফরস্তি নাগু তোমার পরামর্শে আমরা কাহাকে রাজার ন্যায় প্রকাশ করিব। তিনি প্রত্যুত্তর করিয়া কহিলেন যে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র জানবিনা কাহাকে প্রকাশ করিবা। ইহা কহিয়া তিনি আপন পোশাকের তলহইতে সেই বালককে বাহির করিয়া কহিলেন যে এই বালক বিনা আর কাহাকে রাজা করিতে উচিত। অপর তিনি সেই বালককে আপনার স্কন্ধে করিয়া কহিলেন যে ঈশ্বর জান রাজাকে রক্ষা করুন রক্ষা করুন। অনন্তর রাজ ধ্বজা বিস্তার করিতে হুকুম করিয়া সেই বালককে সিংহাসনে উপবিষ্ট করাইলেন ও আপনি অষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া তাঁহাকে বাদশাহের ন্যায় মানিলেন। কুলীনেরা তাঁহার বিশ্বস্ততায় চমৎকৃত হইয়া তদনুসারে কার্য্য করিলেন।

৩৪ বাদশাহ ও শ্যেনপক্ষী।

পারসীরা আপনারদের এক বাদশাহের বিষয়ে ইহা কহে যে এক দিবস তিনি আপন শ্যেন পক্ষী লইয়া মৃগয়াকরণার্থে গমন করিলে একটা হরিণ তাঁহারসম্মুখে দৃষ্টহইল তাহাতে বাদশাহ

The courtiers were left behind in the chase. The king being thirsty, rode about in search of water. At length discovering some trickling down from a rock, he took a little cup and held it to catch the water. Just as the cup was filled and he had raised it to his lips, the hawk shook his pinions and overset. The king was moved at this and again applied the cup to the rock to catch the water. When the cup was replenished and he was lifting it to his mouth, the hawk clapped his wings and threw it down a second time. The king being now enraged, dashed the bird with such violence against the ground, that it expired.

At this moment, the king's servants arrived. Having a great desire to taste the water but unable to wait till it was collected in drops, he ordered his servant to go and fill the cup at the fountain head. The servant on reaching the

ব্যগ্রতাপূর্ব্বক হরিণ না মারণ পর্য্যন্ত তাহার পশ্চাৎ২ গমন করিলেন। মৃগয়াকরণে বাদশাহের অমাত্যেরা পিছে পড়িল। বাদশাহ অতিশয় পিপাসিত হইয়া ইতস্ততো জলের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন অপর তিনি পর্ব্বতহইতে বিন্দু২ জল নির্গত হইতেছে ইহা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার নীচে ক্ষুদ্র এক পাত্র রাখিয়া নির্ঝরিত জল ধরিতে লাগিলেন কিন্তু যেমন পাত্র পরিপূর্ণ হইলে আপন ওষ্ঠ স্পর্শ করান তেমনি ঐ শ্যেনপক্ষী আপন পক্ষদ্বারা তাহা উল্টিয়া ফেলে। বাদশাহ ইহাতে বিরক্ত হইয়া ঐ পাত্রেতে পুনর্ব্বার জলধরণার্থে পর্ব্বতের নীচে তাহা রাখিলেন কিন্তু যেমন পাত্র পরিপূর্ণ হইল এবং বাদশাহ তাহা আপন মুখে তুলিলেন তেমন শ্যেনপক্ষীও আপনার ডেনার দ্বারা পুনর্ব্বার তাহা ফেলিয়া দিল। বাদশাহ তাহাতে রাগান্বিত হইয়া পক্ষিকে মৃত্তিকার উপরে এমত আছাড় মারিলেন যে তাহাতে পক্ষী পঞ্চত্ব পাইল।

এতৎ সময়ে বাদশাহের অমাত্যগণেরা সেই স্থানে পঁহুছিল। জল চাকিতে অতিশয় ব্যগ্র হইয়া এবং যেপর্য্যন্ত বিন্দু২ করিয়া জল একত্র করা যায় সেপর্য্যন্ত তাহার অপেক্ষা করিতে না পারিয়া তিনি আপন ভৃত্যকে পর্ব্বতের জলোৎপত্তির স্থানহইতে পাত্র পরিপূর্ণ করিতে আজ্ঞা

top of the rock found an immense serpent lying dead and his poisonous foam mixing with the water as it rolled down. He descended and related the circumstance to the king, and poured out water for him from his own flagon. As the king lifted the cup to his lips, the tears gushed from his eyes; he remembered the circumstances of the hawk and reproached himself for his own anger in having put to death so faithful a bird, and for the rest of his life always appeared melancholy.

35. *A Faithful Servant.*

When king James the 2nd. of England was driven from the throne of his ancestors and retired into France, he was followed with fidelity by a Lady of good family but of ruined fortune. She was compelled gradually to dismiss all her servants till her footman who had lived with her for twenty years alone was left. She called him one day and told him that she was unable to keep him any longer,

করিলেন। চাকর পর্ব্বতের শৃঙ্গে পঁহুছিয়া দে খিল যে মৃত একটা বৃহৎ সর্প সেই স্থানে পড়িয়া রহিয়াছে এবং তাহার বিষযুক্ত ফেণা পতন শীল জলের সঙ্গে মিশ্রিত হইতেছে। সে নামি য়া এই সকল বৃত্তান্ত বাদশাহকে কহিয়া আপন মশকহইতে কিঞ্চিৎ সলিল বাদশাহকে দিল। বাদশাহ যেমন সেই পাত্র আপন ওষ্ঠের নিকটে তুলিলেন তেমন তাঁহার অশ্রু নির্গত হইল। অপর শ্যেন পক্ষির সকল বিবরণ স্মরণ করিয়া তিনি রাগ করিয়া যে এমত বিশ্বস্ত পক্ষিকে হত করিয়াছি লেন ইহাতে আপনাকে অতিশয় ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন এবং তাহার পর তাঁহার যাবজ্জী বন তিনি ম্লানবদনে থাকিলেন।

৩৫ বিশ্বস্ত ভৃত্য।

ইংগ্লণ্ডের দ্বিতীয় জেম্স রাজা আপন পৈ তৃক সিংহাসনচ্যুত হইয়া ফ্রান্সদেশে গমন ক রিলে উত্তম কুলজাতা কিন্তু যোত্রহীনা এক স্ত্রী বিশ্বস্ততাপূর্ব্বক তাঁহার সঙ্গে গেল। ঐ স্ত্রীর ক্রমে২ আপন সমুদয় চাকরেরদিগকে বিদায় করিতে হইল এবং কেবল তাহার সঙ্গে বিংশ তি বৎসর অবস্থিতিকারী অবশিষ্ট এক চাকর থাকিল। এক দিবস তিনি তাহাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন যে ইহার পর তোমার প্রতি

He replied that he would live and die in her service, let what would happen ; his mistress told him that she was totally ruined, that she had sold every thing she possessed and was obliged to seek for service for her own maintenance But her servant vowed that he would not quit her and brought her all that he had saved for twenty years. He then engaged himself in the service of a brazier, at four pice a day. Every evening he brought his wages to his mistress, and thus supported her for four years.

36. *Singular Fidelity.*

One of the descendants of James the second who had been deposed, endeavoured in the year 1745 to recover his paternal throne, but being defeated in battle, the king of England offerd a reward of three lacs of rupees to any one who should discover him and deliver him up. He took refuge with two common thieves, who protected him with fidelity and

পালনকরা আমার অসাধ্য সে প্রত্যুত্তর করিয়া কহিল যাহা হউক কিন্তু তোমার সেবাকরত আমি মৃত্যুপর্য্যন্ত থাকিব। তাহার মনিব কহিলেন যে আমি নিতান্ত যোত্রহীনা আমার যাহা ছিল তাহা বেচিয়াকিনিয়া খাইয়াছি এবং আমার আপন ভরণপোষণার্থে এখন চাকরীর চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু তাহার চাকর বিশ বৎসর পর্য্যন্ত যে কিছু সঞ্চয় করিয়াছিল তাহা সমুদয় ঐ স্বামিনীর নিকটে আনিয়া দিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিল যে কদাচ তোমাকে পরিত্যাগ করিব না পরে দৈনিক চারি পয়সা বেতনে এক জন কাঁসারির সেবা করিতে লাগিল। প্রতিদিন বৈকালে আপন স্বামিনীকে আপন সেই মাহিয়ানা আনিয়া দিয়া এইরূপে চারি বৎসরপর্য্যন্ত তাঁহার প্রতিপালন করিল।

৩৬ অত্যাশ্চর্য্য বিশ্বস্ততা।

ইংগ্লণ্ডের যে দ্বিতীয় জেম্‌স রাজা সিংহাসন চ্যুত হইয়াছিলেন তাঁহার এক সন্তান ১৭৪৫ সালে আপন পৈতৃক সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্তির উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হইলে ইংগ্লণ্ডদেশের বাদশাহ এইমত ঘোষণা করাইলেন যদ্যপি কেহ তাঁহাকে ধরিয়া আমার হস্তে সমর্পণ করে তবে সে তিন লক্ষ টাকা পারিতোষিক পাইবে জেম্‌সের ঐ সন্তান দুই জন ডাকাইতের

robbed for his support. From their house he escaped into France. A short time after, one of these men who had resisted the reward of three lacs of rupees lest he should commit a breach of faith, was hanged for stealing a cow of the value of fifteen Rupees.

37. *Changing one's religion.*

When one of the kings of France solicited one of his chief counsellors to change his religion and to embrace the same faith with his master, promising to give him as a reward a high post in the government, he nobly replied, If I could betray my God for a place in the Government, I might betray my sovereign for a smaller thing; if I become unfaithful to God, how can I remain faithful to you.

38. *Columbus.*

When Columbus after the most astonishing perseverance, had discovered America and

গৃহে আশ্রয় লইলেন তাহারা অতিশয় বিশ্বস্ততা রূপে তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিল এবং তাঁহারপ্রতিপালনের নিমিত্তে তাহারা প্রতিদিন ডাকাইতী করিল। তাহারদের গৃহহইতে তিনি ফ্রান্স দেশে পলায়ন করিলেন। কিছু কালের পরে ঐ দুই দস্যুর মধ্যে এক জন যে বিশ্বস্ততা উল্লঙ্ঘনকরণের ভয়েতে তিন লক্ষ টাকা পারিতোষিক হেয় জ্ঞান করিয়াছিল সে পনের টাকার এক গরু চুরী করাতে ফাঁসী পাইল।

৩৭ মত পরিবর্ত্তনকরণ।

যখন ফ্রান্সদেশের এক জন রাজা আপনার প্রধান এক মন্ত্রিকে তাহার ধর্ম্ম পরিত্যাগকরণ পূর্ব্বক আপনধর্ম্মাবলম্বন করিতে রাজ্যের মধ্যের উচ্চ পদের লাভ দর্শাওনেতে প্রবৃত্তি জন্মাইলেন তখন তিনি এই উত্তম প্রত্যুত্তর করিলেন যে যদি আমি রাজ্যের মধ্যে উচ্চ পদপ্রাপণের লোভে স্বীয় ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারি তবে যৎকিঞ্চিৎ লাভের নিমিত্তে আমি স্বীয় রাজার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারিব। ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাসী যদি হই তবে তোমার প্রতি কিরূপে বিশ্বাসী হইব।

৩৮ কলম্বস।

যখন কলম্বস অত্যাশ্চর্য্য স্থির মনস্কতাপ্রযুক্ত

thus added a new world to the dominion of his king, instead of receiving a reward, he was brought home in chains, by order of his king. The Captain of the vessel knowing his character and dignity offered to take off his chains and to make his passage easy, but Columbus while he thanked him for his kindness, refused it, saying that these chains were the rewards and honors which he had received from his king whom he had served as faithfully as he had served his God. These marks of honor he would keep till his death.

39. *Faithfulness of a servant.*

By a law of Persia, the king was allowed to go as frequently as he desired into the haram of his subjects. Shah Abas, one of the kings of Persia, after being intoxicated at the house of one of his friends, attempted to enter the apartment of his ladies, but was stopped by the door-keeper, who said that no one besides the master should enter there, while he was the

আমেরিকা দেশ দর্শন করিয়া আপন রাজার অধিকারের মধ্যে এক নূতন পৃথিবী সংযুক্ত করিলেন তখন সেই বাদশাহের নিকটহইতে পারিতোষিক না পাইয়া বরং তাঁহার হুকুমে শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া তিনি স্বদেশে আনীত হইলেন। জাহাজপতি তাঁহার আচার ও প্রতাপ জানিয়া শৃঙ্খল মুক্ত করিতে এবং সমুদ্রপথে তাঁহার গমন সহজ করিতে প্রসঙ্গ করিলেন কিন্তু কলম্বস তাহাতে এই উত্তর করিলেন যে তোমার এই সদাশয়ের বিষয়ে আমি অতিশয় কৃতজ্ঞ হইলাম কিন্তু তাহা গ্রহণে অক্ষম। যে রাজাকে আমি আপনার ঈশ্বরের ন্যায় বিশ্বস্ততারূপে সেবা করিয়াছি সেই রাজা পারিতোষিক ও সম্ভ্রমের উপলক্ষে আমাকে এই শৃঙ্খল দিয়াছেন অতএব এই সম্ভ্রমসূচক চিহ্ন আপন মৃত্যুপর্য্যন্ত রাখিব।

৩৯ চাকরের বিশ্বস্ততা।

পারসীদেশের এক ব্যবস্থাতে ইহা লিখিত আছে যে বাদশাহ ইচ্ছা করিলে প্রজার অন্তঃপুরে যাইতে পারেন। ঐ দেশের শাহ আবাসনামক এক রাজা আপন মিত্রের নিকেতনে মত্ত হইয়া তাহার অন্তঃপুরে যাইতে উদ্যোগ করিলেন কিন্তু দ্বারপাল তাঁহাকে এইরূপ উত্তর করিয়া স্থগিত করিল যে আমি যত কাল এই দ্বার রক্ষা করিতত কাল আমার প্রভুভিন্ন অন্য কেহ এ অন্তঃ

porter. The king replied; dost thou not know me? yes, answered the porter, I know you are king of the men, but not of the women. Shah Abbas pleased with the fidelity of the servant, returned to his own palace. His friend on hearing of the circumstance, immediately repaired to the king, and falling at his feet begged pardon for his domestic, whom he said he had already dismissed from his service for his stupidity. I am very glad to hear it, replied the king, for I shall now take him into my own service.

40. *Roman Captives.*

In the war between Hannibal, the Carthaginian general and the Romans, ten Romans were taken prisoners. Hannibal sent them to the Roman senate to propose an exchange of prisoners. Before their departure, they engaged by an oath to return to the camp of the Carthaginians if their errand were unsuccessful. The senate rejected the proposal of Han-

পুরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। বাদশাহ্ কহিলেন যে কি আমাকে চিনিস না তাহাতে দ্বারপাল কহিল যে আপনি নরপতি বটে কিন্তু স্ত্রীপতি নহেন বাদশাহ ভৃত্যের বিশ্বস্ততায় অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া আপন বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার মিত্র এই বিষয় অবগত হইলে তৎক্ষণাৎ বাদশাহের নিকটে গিয়া তাঁহার পদতলে পড়িয়া আপন ভৃত্যের অপরাধের বিষয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কহিলেন যে তাহার নির্বুদ্ধিতাপ্রযুক্ত তাহাকে চাকরীহইতে দূর করিয়া দিয়াছি। বাদশাহ উত্তর করিলেন যে ইহা শ্রবণে আমি অতিসন্তুষ্ট হইলাম যেহেতুক আমি তাহাকে এইক্ষণে আপনার চাকরের মধ্যে রাখিব।

৪০ রোমাণেরদের যুদ্ধলব্ধ সৈন্য।

কার্থাজের সেনাপতি হানিবালের রোমাণেরদের সহিত যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে দশ জন রোমাণ ধৃত হইল। হানিবাল তাহারদিগকে উভয়পক্ষে যুদ্ধলব্ধ সৈন্যেরদের পরিবর্ত্তনের প্রসঙ্গ করিতে রোমাণেরদের মহাসভার নিকটে প্রেরণ করিলেন। প্রস্থানকরণের পূর্ব্বে তাহারা প্রত্যেক জন শপথকরণপূর্ব্বক কহিল যে তাহারদের প্রতিজ্ঞাত কর্ম্ম যদি নিষ্ফল হয় তবে তাহারা কার্থাজেরদের ছাউনিতে ফিরিয়া আসিবে। রোমাণের

nibal, and nine of the prisoners honorably returned to deliver themselves up to him; but the tenth refused to return on pretence that he had already fulfilled his oath; for after setting out on his journey he had pretended to return to fetch something from the camp of the enemy. The senate however disclaimed this deceit, and commanded him to be delivered up to the Carthaginians.

41. *Honorable Reply.*

King Edward the 4th, of England, sent one of his generals Herbert to reduce a castle in Wales. On arriving there he found it so strong that he despaired of taking it except by blockade or by famine. The Commander of the fort at length agreed to surrender, on condition that he would use his utmost endeavor to save his life. This the general promised to do.

দের মহাসভা হানিবালের প্রসঙ্গ হেয় জ্ঞান করিলেন এবং ধৃত ব্যক্তিরদের মধ্যে নয় জন আপনারদের সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া প্রত্যাগমনপূর্ব্বক আপনারদিগকে বিপক্ষের হস্তে পুনঃসমর্পণ করিল। কিন্তু দশম ব্যক্তি এই ছলে প্রত্যাগমন করিতে অস্বীকার করিল যে আমি আপনার শপথ ইহার পূর্ব্বে পরিপূর্ণ করিয়াছি কেননা যাত্রা করণের পর কোন এক দ্রব্য আনয়নের ছলে বিপক্ষেরদের ছাউনিতে ফিরিয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু মহাসভা এইপ্রকার প্রতারণা তুচ্ছ করিয়া তাহাকে কার্থাজেরদের হস্তে সমর্পণ করিতে হুকুম দিলেন।

৪১ সম্ভ্রমজনক প্রত্যুত্তর।

ইংগ্লণ্ডদেশের চতুর্থনামক এড্বার্ড রাজা হরবর্টনামক আপনার এক সেনাপতিকে উএল্স প্রদেশের এক দুর্গ আক্রমণার্থে প্রেরণ করিলেন। তিনি দেখিলেন যে দুর্গ এইমত দৃঢ় যে তাহা অবরোধপূর্ব্বক অথবা দুর্গস্থেরদের আহার নিবারণ বিনা লওয়া ভার। অবশেষে কিল্লাদার তাঁহার হস্তে এই নিয়মে দুর্গ সমর্পণ করিতে প্রসঙ্গ করিল যে তিনি তাহার প্রাণ রক্ষাকরণার্থে যথাসাধ্য উদ্যোগ করিবেন। রাজার সেনাপতি ইহাতে স্বীকৃত হইলেন। অপর

When therefore the castle had been given up, the general conducted the commander to the king and begged that his life might be spared, saying, that it was in expectation of this favor that he had delivered up a fortress which he might have defended. The king replied that his commission did not authorize him to promise a pardon; that in having delivered up the hostile commander he had done his duty; and that the sparing of his life depended on the king's pleasure. Herbert replied that he had engaged to do the utmost in his power to save his life, which he had not yet done; he therefore humbly besought his majesty to do one of two things; either to replace the commander in the fort and command some one else to take him out; or to take his own life in lieu of that of the commander, since that was the last thing he could do to redeem his promise. The king finding Herbert so very importunate, pardoned the commander, but bestowed no reward on his faithful general.

দুর্গ এইরূপে তাঁহার হস্তে সমর্পিত হইলে সেনাপতি কিল্লাদারকে বাদশাহের নিকটে লই য়া গিয়া ইহা কহিয়া তাহাকে বাঁচাইতে মিন তি করিলেন যে প্রাণরক্ষার আশাতে যে কিল্লা হইতে আমাকে সে অবরোধ করিতে পারিত সেই কিল্লা আমার হস্তে সমর্পণ করিল। বাদ শাহ্ কহিলেন যে প্রাণদণ্ডের ক্ষমার অঙ্গীকার করিতে তোমাকে ক্ষমতা দেওয়া যায় নাই। শত্রু কিল্লাদারকে আমার নিকটে সমর্পণ করাতে তো মার কার্য্যসিদ্ধি হইল কিন্তু তাহার প্রাণদণ্ডের ক্ষ মাকরণে কেবল বাদশাহের ইচ্ছার অপেক্ষা রা খে। হরবর্ট উত্তর করিলেন যে আমি তাহার নি কটে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে আমি যথাসাধ্য তোমাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিব সেই যথা সাধ্য উদ্যোগ অদ্যাপি হয় নাই অতএব আমি ম হারাজের নিকটে এই মিনতি করি যে মহাশয় হয় ঐ কিল্লাদারকে ঐ কিল্লায় পুনর্ব্বার স্থাপন ক রিয়া সেখানহইতে তাহাকে বাহির করিতে অন্য কাহাকে হুকুম দেন নতুবা তাহার পরিবর্ত্তে আ মার প্রাণ লন। এই বিনা আমি আপনার অঙ্গী কার পূর্ণ করিতে অন্য কোন উপায় দেখি না। বা দশাহ্ যখন দেখিলেন যে হরবর্ট সেনাপতি তাঁহা কে ছাড়ে না তখন কিল্লাদারের প্রাণ দণ্ড ক্ষমা করিলেন কিন্তু আপন বিশ্বাসি সেনাপতিকে কিছু পারিতোষিক দিলেন না।

42. *Astonishing instance of fidelity.*

Peterborough, a noble English General, was engaged together with a German general in besieging the town of Barcelona. The Governor offered to capitulate, and came to the gates to settle the conditions with the English General. Before the articles were signed, loud shouts were heard in the streets; on which the governor reproached the general saying, while we are settling the terms of capitulation with unsuspecting honor, your soldiers are faithlessly entering the town by the ramparts, and are committing every kind of outrage. You do injustice to the English, said the general; the treachery is committed by the German troops, my allies, but permit me to enter the town, and I will immediately repress the outrage, and faithfully return to the gates of the town and finish the terms of capitulation.

The English General made this proposal with so great appearance of truth, that the Governor accepted it with confidence. Peterbo-

৪২ আশ্চর্য্য বিশ্বস্ততা।

ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতি পিতরবরনামক এক জন কুলীন জর্ম্মণিদেশীয় এক সেনাপতির সহকারিতা করণ সময়ে বার্সিলোনানামক নগর বেষ্টন করিলেন। নগরাধ্যক্ষ নগর সমর্পণ করিতে প্রসঙ্গ করিল এবং ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতির সঙ্গে তদ্বিষয়ের নিয়ম নিশ্চয়করণার্থে নগরের দ্বারপর্য্যন্ত আগমন করিল। নিয়মপত্রে স্বাক্ষর না হইতে নগরের রাস্তার মধ্যে অতিশয় কোলাহল শুনা গেল তাহাতে নগরাধ্যক্ষ ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতিকে অতিশয় তিরস্কারপূর্ব্বক কহিল যে আমরা যে কালে নিঃসন্দেহরূপে সম্ভ্রমপূর্ব্বক তোমার স্থানে নগর সমর্পণের নিয়ম স্থির করিতেছি সেই কালে তোমার সৈন্যেরা বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক নগরের প্রাচীর ডিঙ্গিয়া সকল প্রকার অত্যাচার করিতেছে। সেনাপতি প্রত্যুত্তর করিলেন যে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের বিষয়ে অন্যায় বোধ করিতেছ সেই বিশ্বাসঘাতকতা আমার সহকারি জর্ম্মণি সৈন্যেরদের দ্বারা হইতেছে কিন্তু আমাকে নগরের মধ্যে প্রবেশ করিতে দিলে আমি এ সকল অত্যাচার নিবারণ করিব এবং বিশ্বাসরূপে নগরের এই দ্বারে ফিরিয়া আসিয়া সমর্পণের নিয়ম সকল সম্পূর্ণ করিব।

ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতি এই প্রসঙ্গ এইমত করিলেন যে তাঁহার সত্যতার বিষয়ে কিছু সন্দেহ থাকিল

rough hastened to the streets, where he found the German soldiers pillaging the houses of the principal inhabitants. He drove them away, and obliged them to leave the booty they were carrying off. After having thus quieted every disturbance, he left the city and coming back to the gates, concluded the terms of the capitulation as had been previously agreed on. The Spaniards were surprized at the fidelity of the English, for they had formerly been accustomed to treat them as barbarians.

43. *School boy friendship.*

Of two young men who had been educated at Eton, a celebrated school in England, the one became one of the principal ministers of the king of England in 1715. The other had joined a rebellion in Scotland, and being taken in arms against the king was condemned to death. His former associate besought the king for his life, but his request was refused. On

না এবং নগরাধ্যক্ষ অতিশয় প্রত্যয়পূর্ব্বক তাহা গ্রাহ্য করিল। অপর পিতরবর অতিশীঘ্র নগরের রাস্তায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে জর্ম্মণি সৈন্যেরা নগরের প্রধান লোকেরদের গৃহ লুঠ করিতেছে। তিনি সেখানহইতে তাহারদিগকে তাড়াইয়া দিয়া যে লুঠিত বস্তু তাহারা লইয়া যাইতেছিল তাহা সেই স্থানে রাখাইলেন। এই রূপে সকল অত্যাচার নিবারণ করিলে তিনি নগর ত্যাগ করিয়া দ্বারের নিকটে ফিরিয়া আসিয়া তাহার পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকারানুসারে নগর সমর্পণের নিময় সাঙ্গ করিলেন। স্পানিয়ারা ইংগ্লণ্ডীয়েরদের বিশ্বস্ততা দেখিয়া চমৎকার বোধ করিল যে হেতুক পূর্ব্বে তাহারা ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে অসভ্যের মধ্যে গণ্য করিত।

৪৩ সমাধ্যায়ির মিত্রতা।

ইটননামক ইংগ্লণ্ডদেশের প্রসিদ্ধ এক বিদ্যালযে দুই যুবা একত্র পাঠ করিত পরে তাহারদের মধ্যে এক জন ১৭১৫ সালে ইংগ্লণ্ডের বাদশাহের এক প্রধান মন্ত্রী হইলেন। অন্য ব্যক্তি স্কটলণ্ডদেশে রাজবিদ্রোহী এক উদ্যোগের অংশী হইলও আপন বাদশাহের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণে ধৃত হইয়া তাহার প্রাণদণ্ডের হুকুম হইল। তাহার প্রাচীন সমাধ্যায়ী ঐ মিত্রের প্রাণরক্ষার্থে

which he threatened to resign his situation if the life of his friend was not spared. This menace produced the desired effect. The life of his friend was granted, and he sent him a considerable sum of money.

44. *A singular legacy.*

An old bachelor in the south of France famous for his wealth and avarice was shunned and hated by every one. He required such attention from his servants as few were disposed to pay ; and instead of wages only flattered them with hopes of being remembered in his will. With these hopes, however, he could scarcely prevail on any one to continue with him more than a month ; and at length his character became so notorious that master as he was of immense wealth, he could not obtain the service of the meanest individual. He therefore devised this expedient.

বাদশাহের নিকটে অনেক মিনতি করিলেন কিন্তু তাঁহার প্রার্থনা বিফলা হইল। তাহাতে তিনি তর্জন করিয়া কহিলেন যে আমার মিত্রের প্রাণরক্ষা যদি না হয় তবে আপন পদ ত্যাগ করিব। এই ভয় প্রদর্শানেতে তাঁহার কার্য্যসিদ্ধি হইল যেহেতক তাঁহার মিত্রের প্রাণদণ্ডের ক্ষমা করা গেল এবং তিনি তাঁহার নিকটে অনেক টাকা প্রেরণ করিলেন।

৪৪ আশ্চর্য্য সোপাধিকদান।

ফ্রান্সদেশের দক্ষিণ ভাগে প্রাচীন এক অবিবাহিত ব্যক্তি ধন ও কৃপণতাতে প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং সকলের ত্যাজ্য ও ঘৃণাপাত্র ছিলেন তিনি আপন সকল পরিচারকের নিকটে এমত কঠিন সেবা যাক্রা করিলেন যে কেহ তাহা দিতে ইচ্ছুক ছিল না এবং চাকরেরদিগকে কিছু বেতন না দিয়া কেবল দান পত্রে তাহারদিগকে স্মরণকরণের ভরসা দিতেন। কিন্তু এই ভরসা দিলেও তিনি কাহাকে আপনার নিকটে এক মাসের অধিক টেঁকিতে দেখিলেন না। অবশেষে তাঁহার আচার এইমত বিখ্যাত হইল যে অসীম ধনের স্বামী হইয়াও তিনি কোন এক অতিনীচ ব্যক্তিহইতে যৎকিঞ্চিৎ সেবা পাইতে পারিলেন না। অনন্তর তিনি এই উপায় চাহরিলেন। তিনি

He sent for an attorney and directed him to insert in his will, "I bequeath 1500 Rupees in money and my Estate to the servant who shall close my eyes;" but he never intended, that his will should have any effect. The report of the circumstance very soon spread, and hundreds of persons hastened to offer their services, among whom he selected a stout youth, who had said he cared little for the inconvenience he might suffer, while he had the prospect of the inheritance before him. Having found a man after his own heart, the miser duly installed him in his office. The poor servant, however, was obliged to suffer the extrèmity of hunger; and it appeared certain that if the miser had lived six months longer, the man must have starved. At length, however, the miser paid the debt of nature.

The next day his relatives came, and endeavoured to obtain possession of his property. The poor servant looked with anxiety to the opening of the will. As soon as it had been read, one of the relatives exclaimed, the

এক জন উকীলকে আহ্বান করিয়া আপন দান পত্রে ইহা লিখিতে হুকুম করিলেন যে যে চাকর মৃত্যুকালে আমার চক্ষু মুদিবে তাহাকে আমি পানের শত টাকা নগদ এবং আমার তালুক দিলাম। এই দান যে সিদ্ধ হয় ইহা তাহার কদাচ অভিপ্রায় ছিল না। কিন্তু এ বিষয় অতি শীঘ্র প্রচার হইল এবং শত২ লোক তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহার সেবাতে নিযুক্তহওনার্থে প্রার্থনা করিল। তাহারদের মধ্যে এক বলবান যুবাকে তিনি মনোনীত করিলেন সেই যুবা কহিয়াছিল যে পারিতোষিকের ভরসা যতকাল থাকে ততকাল ক্লেশ সহিতে আমার ভার বোধ হইবে না। কৃপণব্যক্তি আপন ইচ্ছানুযায়ী এইরূপে এক সেবককে পাইয়া অতিশীঘ্র তাহাকে কর্ম্মে অভিষেক করিলেন। কিন্তু গরীব ভৃত্য অনাহারে প্রায় মরিয়া গেল এবং এইমত বোধ হইল যে সে কৃপণ যদি আর ছয় মাস বাঁচিয়া থাকিত তবে অনাহারে ভৃত্য মরিত। শেষে কৃপণ পরলোকগত হইলেন।

পর দিবসে তাহার কুটুম্বেরা আসিয়া সকল সম্পত্তি দখল করিতে উদ্যোগ করিল। সেই দরিদ্র চাকর অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া দানপত্র পাঠ করণের অপেক্ষা করিতে লাগিল। পাঠ হইলে কৃপণের এক জন কুটুম্ব কহিল যে দানে এই

gift is worth nothing to the servant. How so? exclaimed he. The relative replied, The will says, I bequeath the money and my Estate to the servant who shall close my eyes. But as the old miser was blind of one eye, the gift is invalid.

The unfortunate servant on this applied to a lawyer who gave him great hopes of success, if the question were brought into court. A suit was accordingly instituted, and the judges decided, that the object of the testator must be ascertained from the fair and natural meaning of the words; that it was not to be believed that in his last act he meant to commit a fraud, and that there could be no doubt in reason and law that he did really intend to bequeath the estate and money to the servant who should continue faithful to him till he died. They therefore directed the property to be given to the servant. The relatives, however, appealed the cause to the Parliament of Paris, where the decision of the court

চাকরের কিছু উপকার হইবে না। চাকর কহিল যে সে কি। কুটুম্ব উত্তর করিল দানপত্রে লেখা আছে যে যে ভৃত্য আমার মৃত্যুকালে আমার উভয় চক্ষু মুদিবে তাহাকে আমি আপন টাকা ও তালুক দিলাম কিন্তু সে বৃদ্ধ কৃপণ কানা ছিল অত এব তাহার এই দানপত্র অসিদ্ধ।

অভাগা ভৃত্য তাহাতে এক উকীলের নিকটে গমন করিল উকীল তাহাকে কহিলেন যে এই বিষয় আদালতে উপস্থিত হইলে তোমার কৃতার্থ হওনের অধিক ভরসা হয় ইহাতে এক মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেল। এবং জজসাহেবেরা এই হুকুম করিলেন যে বাক্যের স্বাভাবিক ও অবক্র অর্থের দ্বারা দানকারকের অভিপ্রায় নিশ্চয় করিতে হইবে। তিনি যে আপনার শেষ ক্রিয়াতে কিছু প্রতারণা করিতে কল্পনা করিয়াছিলেন ইহা অতি অসম্ভব এবং যে যে ভৃত্য মৃত্যুকালপর্য্যন্ত বিশ্বস্তরূপে তাহার নিকটে থাকিবে সে টাকা ও তালুক পাইবে ইহা যুক্তিসিদ্ধ ও ব্যবস্থাসিদ্ধ হয় এইহেতুক তাঁহারা ভৃত্যকে সম্পত্তি দেওয়াইতে হুকুম করিলেন। কিন্তু কুটুম্বেরা পারিস নগরের পার্লিমেণ্টে সেই মোকদ্দমার আপীল করিল কিন্তু সেখানেও আদালতের হুকুম সাব্যস্ত.

was confirmed and the expected reward bestowed on the poor servant.

45. *Swiss soldiers.*

The Swiss inhabit a poor and mountainous country. Hence they are in the habit of hiring out their soldiers to the sovereigns of Europe. A Swiss general who had bravely served the king of France, asked for the arrears of pay due to the troops. The king's minister Louvois was present at the time, and being vexed at this new demand on the treasury said, Sir, if your Majesty had all the money which has been paid to these Swiss by your predecessors, it would form a path from thence to your Capital. That may be true, answered the brave Swiss general; but if all the blood which the Swiss have shed in the service of France were collected together, it would form a river from hence to Switzerland. The king without another word, ordered their arrears to be paid down.

হইয়া অপেক্ষিত পারিতোষিক দরিদ্র ভৃত্যকে দেওয়া গেল।

৪৫ সুইসদেশীয় সৈন্য।

সুইসদেশীয়েরা অতিদরিদ্র ও পর্ব্বতময় দেশে বাস করেন এইহেতুক তাঁহারা আপনারদের সৈন্যেরদিগকে ইউরোপের নানারাজার নিকটে ভাড়া দেন। সুইসদেশীয় যে এক জন সেনাপতি ফ্রান্সের রাজার সাহসপূর্ব্বক সেবা করণানন্তর সৈন্যের বাকী মাহিয়ানা চাহিলেন। লুবেনামক রাজার মন্ত্রী তৎসময়ে উপস্থিত ছিলেন এবং রাজকোষের উপরে এই নূতন দাওয়া হওয়াতে বিরক্ত হইয়া বাদশাহকে কহিলেন যে হে মহাশয় আপনার পূর্ব্বপুরুষেরা এই সুইসীয়েরদিগকে যে সকল টাকা দিয়াছেন তাহা থাকিলে সুইসের দেশ অবধি মহাশয়ের রাজধানীপর্য্যন্ত একটা রাস্তা হইতে পারিত। অতিসাহসিক সুইসী সেনাপতি প্রত্যুত্তর করিলেন যে তাহা হইতে পারিত বটে কিন্তু সুইসের সৈন্যেরা ফ্রান্সের যুদ্ধেতে যে রক্তপাত করিয়াছে তাহা সংগৃহীত হইলে এ স্থান অবধি সুইস দেশপর্য্যন্ত একটা নদী হইত। রাজা আর বাক্যমাত্র না কহিয়া তাহারদের বাকী বেতন দিতে হুকুম করিলেন।

46. *Candid culprit.*

The Viceroy of Naples, passing through Barcelona and having obtained leave to release some slaves, went on board the Galley, in which they were confined. Passing through the crew of slaves, he asked several of them what their offences were? Every one excused himself upon various pretences; one said, he was confined out of malice, another through the corruption of the judge, while no one acknowledged the justice of his sentence. But one little black man whom the duke questioned as to the reason of his being there said, "My Lord," "I cannot deny I am justly confined here, for I wanted money, and stole a purse near Tarragona, to keep me from straving." The Viceroy on hearing this, gave him two or three strokes on the shoulder with his stick, saying, "You rogue, what are you doing among so many honest, innocent men? Get out of their company." Having said this, he released the slave, while the rest were left in slavery.

৪৬ সরল দস্যু।

নেপল্‌স দেশাধ্যক্ষ কএক বন্দুয়ানেরদিগকে মুক্তকরণের অনুমতি পাইয়া বার্সিলোনা নগর দিয়া গমন করত তাহারা যে জাহাজে কয়েদ ছিল তাহাতে আরোহণ করিলেন। কয়েদী মল্লারদের শ্রেণী দিয়া গমন করত তিনি কএক ব্যক্তিকে তাহারদের অপরাধের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন প্রত্যেক জন নানাচ্ছলেতে আপনাকে নির্দোষী করিতে লাগিল। এক জন কহিল যে সে অন্যের ঈর্ষাতে বদ্ধ হইয়াছে অন্যে কহিল যে জজসাহেবের ঘুষ খাওয়াতে সে কয়েদ হইল এইরূপে সকলেই কহিল যে আমরা অন্যায়পূর্ব্বক অবরুদ্ধ আছি। তাহারদের মধ্যে খর্ব্ব কৃষ্ণবর্ণ এক ব্যক্তিকে অধ্যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন যে তুই কি অপরাধে এখানে আছিস সে কহিল যে মহাশয় আমি অতিযথার্থতাপূর্ব্বক এখানে কয়েদ হইয়াছি এ আমার স্বীকার করিতেই হইবেক আমার টাকার অভাবপ্রযুক্ত তারাগোনা নগরে এক জনের টাকাপূর্ণ বেটুয়া আপন প্রাণধারণার্থে আমি চুরী করিলাম। রাজার প্রতিনিধি এই কথা শুনিয়া লাঠির দ্বারা তাহার স্কন্ধের উপরে দুই তিন আঘাত করিয়া কহিলেন যে ওরে ডাকাইত এই সকল সত্য নির্দোষি ব্যক্তির মধ্যে তোর কি কর্ম্ম এইক্ষণে তাহারদের সমাজ ছাড়িয়া যা ইহা কহিয়া তিনি সেই বন্দুয়ানকে বন্ধনহইতে মুক্ত করিলেন অন্য সকল বন্দুয়ানেরা কয়েদে রহিল।

47. *King Agrippa.*

When Agrippa was in a private station, he was accused by one of his servants of having spoken injuriously of Tiberius, the Roman Emperor, and was condemned by the Emperor to be exposed in chains before the palace gate. The weather was very hot, and Agrippa became excessively thirsty. Seeing a servant of Caligula pass by with a pitcher of water, he called to him and entreated leave to drink. The servant presented the pitcher with much courtesy; and Agrippa having allayed his thirst, said to him, that if released from this captivity, he would not forget this glass of water. Tiberius dying, his successor Caligula soon after set Agrippa at liberty, and made him king of Judea. Having attained this high station, Agrippa was not unmindful of the glass of water given to him when a captive, but sent for the servant and made him controller of his household.

৪৭ আগ্রিপা রাজা।

যখন আগ্রিপা রাজা সামান্য লোকের অবস্থায় ছিলেন তখন তাঁহার এক ভৃত্য তাঁহার নামে এই অভিযোগ করিল যে তিনি রোমাণ বাদশাহ তিবিরিয়সের প্রতিকূলে হিংসুক কথা কহিয়াছিলেন। বাদশাহ তাঁহাকে শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া রাজদ্বারের সম্মুখে রাখিতে আজ্ঞা করিলেন। সে কাল অতিগ্রীষ্ম ছিল এবং আগ্রিপা অতিশয় তৃষার্ত্ত হইলেন। কালিগুলার এক জন ভৃত্যকে জলপাত্র লইয়া গমনকরত দেখিয়া তিনি তাহাকে ডাকিলেন ও কিঞ্চিৎ জল প্রার্থনা করিলেন। ভৃত্য অতিশয় সদাচারপূর্ব্বক আপন জলপাত্র তাঁহাকে দিল। আগ্রিপা আপন তৃষ্ণা নিবৃত্তি করিয়া তাহাকে কহিলেন যে যদি আমি এই বন্ধনহইতে মুক্ত হই তবে এই জলপাত্র আমি কদাচ বিস্মৃত হইব না। তিবিরিয়স মরিলে তাঁহার পদপ্রাপ্ত কালিগুলা কিয়ৎকালানন্তর আগ্রিপাকে মুক্ত করিয়া তাঁহাকে য়িহূদী দেশের রাজা করিলেন। আগ্রিপা এইরূপ উচ্চ পদপ্রাপ্ত হইলে বন্দিত্বাবস্থায় তাঁহাকে যে এক পাত্র জল দেওয়া গিয়াছিল তাহা বিস্মৃত না হইয়া সেই ভৃত্যকে আহ্বানপূর্ব্বক আপন ঘরের তাবৎ কর্ম্মের কর্ত্তা করিয়া দিলেন।

48. *Filial Piety.*

A Roman historian relates that a woman of distinction having been condemned to be strangled, was delivered to the executioner who sent her to prison in order to be put to death. The gaoler was struck with compunction, and could not resolve to kill her. He chose however to let her die of hunger; but in the mean while suffered her daughter to visit her in prison, only taking care that she brought her no food. Many days passed over in this manner; at length the gaoler surprised that the prisoner lived so long without food and suspecting the daughter, took means secretly to observe their interviews. He then discovered that the affectionate daughter, had all the while prolonged her mother's life with her own milk. Amazed at so tender, and at the same time so ingenious an artifice, he related it to the authorities of the city. This produced the happiest effects; they pardoned the criminal and passed a decree, that the mother

৪৮ মাতৃভক্তি।

রোমাণের ইতিহাসবেত্তা এক জন কহেন যে এক কুলীনা স্ত্রী ফাঁসির হুকুম পাইয়া জল্লাদ কর্তৃক তাঁহার প্রাণদণ্ডহওনার্থে কারাগারে প্রেরিতা হইলেন। কারাগারাধ্যক্ষ কৃপাগ্রস্ত হইয়া তাঁহাকে বধ করিতে নিশ্চয় করিতে পারিল না। অতএব সে তাঁহাকে অনাহারের দ্বারা হত্যা করিতে মনস্থ করিল কিন্তু ইতিমধ্যে সে তাঁহার কন্যাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুমতি দিয়া কেবল এই বিষয়ে সাবধান করিল যে তিনি কোন আহারীয় দ্রব্য না আনেন। এইরূপে অনেক দিন গত হইলে কারাগারাধ্যক্ষ কয়েদী স্ত্রী নিরাহারে যে এতকাল বাঁচিয়া আছে ইহা আশ্চর্য্য বোধ করিয়া কন্যার উপরে সন্দেহ হওয়াতে গুপ্তরূপে তাঁহারদের সাক্ষাৎকারের সময় উকী মারিয়া দেখিল যে প্রেমাসক্ত কন্যা আপন স্তন্য দুগ্ধের দ্বারা মাতার প্রাণ বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। এই কোমল অথচ বুদ্ধিমন্ত উপায়েতে চমৎকৃত হইয়া সে নগরাধ্যক্ষেরদিগকে সেই সকল বিবরণ জানাইল। তাহাতে অতিশয় সুফল দর্শিল তাঁহারা সেই স্ত্রীর অপরাধ ক্ষমা করিয়া এই হুকুম করিলেন যে সেই মাতা ও কন্যা যাবৎ জীবিতা থাকিবে তাবৎ সরকারহইতে বৃত্তি পাইবে এবং

and the daughter should be maintained for the remainder of their lives at the expense of the public, and that a temple, sacred to filial piety should be erected near the prison.

49. *Bajazet.*

Tamerlane the Great, having made war on Bajazet, Emperor of the Turks, overthrew him in battle and took him prisoner. The victor at first gave the captive monarch a very civil reception; and entering into conversation with him said, "Now, king, tell me truly what wouldst thou have done with me had I fallen into thy power?" Bajazet, who was of a fierce and haughty spirit, thus replied: Had the gods given unto me the victory, I would have enclosed thee in an iron cage, and carried thee about with me as a spectacle of derision to the world. Tamerlane wrathfully replied, "Then, proud man, as thou wouldst have done to me, even so will I do unto thee." A strong iron cage was made, into which the fallen emperor was thrust; and thus was he

সেই করাগারের নিকটে মাতৃভক্তিসূচক এক মন্দির স্থাপিত হইবে।

৪৯ বাজাজেট।

মহানামে খ্যাত যে তৈমুরবেগ তিনি তুরুকীয় বাদশাহ্ বাজাজেটের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া ধরিলেন। জয়ি ব্যক্তি ধৃত রাজার সঙ্গে প্রথমতঃ শিষ্টাচারপূর্ব্বক ব্যবহার করিলেন এবং তাঁহার সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিয়া ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন হে রাজন্ আমাকে সত্য কহ আমি যদি তোমার হস্তগত হইতাম তবে তুমি আমাকে লইয়া কি করিতা। বাজাজেট অতিশয় অহঙ্কারী ও নিষ্ঠুরমনাঃ ছিলেন অতএব তিনি এই প্রত্যুত্তর করিলেন যে যদি দেবতারা আমাকে জয়ী করিতেন তবে আমি তোমাকে একটা লৌহময় পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া সকল লোকের হাস্যদর্শনার্থে আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া সর্ব্বত্র লইয়া যাইতাম। তৈমুরবেগ অতিশয় রাগান্ধ হইয়া এই উত্তর করিলেন যে হে অহঙ্কারি তুমি আমার উপরে যেরূপ ব্যবহার করিতা আমি তোমার প্রতি এখন সেইরূপ ব্যবহার করিব। অপর অতিশয় শক্ত লৌহময় পিঞ্জর প্রস্তুত করিয়া পতিত রাজাকে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট করাইলেন এবং তাঁহাকে এইরূপে বন্য

carried along like a wild beast, in the train of his conqueror. Nearly three years were passed by the once mighty Bajazet in this cruel state of durance; at last being told that he must be carried into Tartary, and in despair of obtaining his freedom, he struck his head with such violence against the bars of his cage, as to put an end to his wretched life.

50. *John, king of France.*

This prince, says an old French chronicler, sold his own flesh; for, in order to ease his subjects from paying his own ransom when taken prisoner by Edward the English prince, and confined in the Tower of London, he gave his daughter in marriage to the sovereign of Milan for a considerable sum of money. This alliance, though beneath the royal race of France, did honor to the sovereign, its motive being excellent, and could not disgrace the princess, as she became the instrument of

পশুর ন্যায় আপনার সঙ্গেং লইয়া গেলেন। যে বাজাজেট ইহার পূর্ব্বে এইমত মহত ছিলেন তিনি এই বন্ধনের দুরবস্থায় তিন বৎসর কালক্ষেপণ করিলেন অবশেষে যখন তাঁহাকে কহা গেল যে তার্ত্তার দেশে তোমাকে লইয়া যাইবে তখন মুক্তহওন বিষয়ে হতাশ হইয়া পিঞ্জরের শলাকাতে আপন মস্তকে এমত আঘাত করিলেন যে তাহাতে আপনার অসুখি প্রাণবিয়োগ করিলেন।

৫০ ফ্রান্সদেশের রাজা জান।

এক জন প্রবীণ ফ্রান্সীয় ইতিহাসবেত্তা কহেন যে এই রাজা আপন মাংস বিক্রয় করিলেন। যেহেতুক তিনি যখন এড্বার্ডনামক ইংগ্লণ্ডের রাজ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া লণ্ডননগরের গড়ে কয়েদ ছিলেন তখন আপনার মুক্তির বেতনের ভার যে আপনার প্রজার উপরে না পড়ে এই নিমিত্তে মিলান দেশের রাজার স্থানে টাকা পাইয়া তিনি তাঁহার সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিলেন। এই সম্বন্ধ ফ্রান্সদেশীয় রাজকীয় বংশের অনুপযুক্ত বটে তথাপি তাহার অভিপ্রায়ের দৃষ্টে তাঁহার অতিশয় সম্ভ্রম জন্মিল রাজকুমারীরও তদ্দ্বারা কিছু অসম্ভ্রম হইল না কেননা তিনি আপনার দেশস্থ

contributing to the ease and happiness of her country.

John had left in England two of his sons as hostages for the payment of his ransom. One of them, tired of his confinement, escaped to France. His father, more generous, proposed instantly to take his place; and when the principal officers of his court remonstrated against the measure, he said, I myself was permitted to come out of the prison in which my son was confined, in consequence of the treaty which he has violated by his flight. I consider myself therefore no longer free; I fly to my prison; I am engaged to do so by my word; and if honor were banished from all the world, it should find an asylum in the breast of a king.

The magnanimous John accordingly proceeded to England, and became a second time a prisoner in the Tower of London, where he died in 1384.

END OF PART I.

লোকেরদের সুখ ও উপকার বৃদ্ধিকরণের কারণ হইলেন।

ঐ জান রাজা ইংগ্লণ্ডদেশে আপনার মুক্তির বেতনের বন্ধকস্বরূপে আপনার দুই পুত্রকে রাখিলেন। সেই যুবরাজেরদের মধ্যে এক জন বন্ধনেতে বিরক্ত হইয়া ফ্রান্সদেশে পলায়ন করিলেন তাঁহার পিতা তাঁহাঅপেক্ষা মহাত্মা হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার পরিবর্ত্তে কয়েদ হইতে প্রসঙ্গ করিলেন। এবং তাঁহার প্রধান আমলারা এই বিষয়ে তাঁহার সহিত বাদানুবাদ করিলে তিনি এই উত্তর করিলেন যে যে কারাগারে আমার পুত্র কয়েদ ছিল সে কারাগারহইতে আমি সন্ধি করিয়া মুক্তির অনুমতি পাইলাম সেই সন্ধি আমার পুত্র আপন পলায়নের দ্বারা উল্লঙ্ঘন করিয়াছে অতএব আপনাকে আমি স্বাধীন জ্ঞান করি না আমি অবশ্য সেই কারাগারে যাইব। আমি আপনার অঙ্গীকারে সেই কর্ম্ম করিতে বদ্ধ আছি এবং যদি সম্ভ্রম তাবৎ পৃথিবীহইতে লুপ্ত হয় তথাপি রাজারদের হৃদয় তাহার আশ্রয় হইতেই হয়।

অতএব মহাত্মা জান দ্বিতীয় বার লণ্ডন নগরে সেই কারাগারে বদ্ধ হইলেন এবং ১৩৮৪ সালে সেই স্থানে লোকান্তরগত হইলেন।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।

ANECDOTES

OF

VIRTUE AND VALOUR,

TRANSLATED INTO BENGALEE,

And printed with the English and Bengalee on opposite pages.

PART II.

FROM THE SERAMPORE PRESS.

1829.

সদ্গুন ও বীর্য্যের ইতিহাস।

সকল লোকের হিতার্থে বাঙ্গলা ভাষায় তর্জ্জমা

করা গেল।

তাহার এক দিগে ইঙ্গরেজী ও এক দিগে বাঙ্গলা।

দ্বিতীয় ভাগ।

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।

১৮২৯।

ANECDOTES.

51. *The tears of Edward.*

As the agents of Edward the Third were conducting his unfortunate kinsman Edward to Berkley Castle to put him to a grievous death, it came into their minds that, to prevent his being recognized by the people on the road, it would be well to have his head and beard shaved. They accordingly commanded the prince to alight from his horse, and obliged him to sit down on a mound by the way side. One of the escort, who officiated as barber, brought a bason of cold dirty water taken out of the next ditch. The prince, deeply affected, burst into a flood of warm tears, which falling into the dish, he pathetically observed, "Behold, monsters, nature supplies what you would deny. Perform your office with this warm water."

ইতিহাস।

৫১ এড্বার্ডের অশ্রুপাত।

তৃতীয় এড্বার্ড রাজার ভৃত্যেরা যখন এড্বার্ডনামক তাঁহার দুর্ভাগ্য কুটুম্বকে অতিশয় শোচনীয়রূপে হত্যাকরণার্থে বর্ক্লিনামক গড়ে লইয়া যাইতেছিল তখন তাহারদের মনে এই চিন্তা জন্মিল যে পথের মধ্যে লোকেরা তাঁহাকে চিনিতে না পারে এ জন্যে তাঁহার দাড়ি ও মস্তক মুড়ান উচিত। এইপ্রযুক্ত তাহারা রাজকুটম্বকে অশ্বহইতে নামাইয়া পথের নিকটে একটা টিপির উপরে বসাইল। পরে এক জন নেগাহবান নাপিত হইয়া নিকটস্থ এক নরদামাহইতে শীতল ময়লা জল এক পাত্রে করিয়া আনিল। রাজকুটুম্ব অতিশয় দুঃখার্ণবে মগ্ন হইলেন ইহাতে তাঁহার চক্ষুহইতে তপ্ত অশ্রু নির্গত হইয়া সেই পাত্রের মধ্যে পড়িতে লাগিল তাহাতে তিনি অতিকরুণাপূর্ব্বক কহিলেন যে হে নির্দ্দয়েরা তোমরা যাহা দিতে অস্বীকার করিয়াছিলা দেখ তাহা আপনি জন্মিতেছে এই তপ্ত জল লইয়া আমাকে ক্ষৌর কর।

52. *Magnanimous Criminal.*

Mr. Ryland an excellent artist, who was confined in 1789 for forgery, so far obtained the friendship of the governor of the prison, that he not only had the liberty of the whole house and garden, but when the other prisoners were locked up in the evening, the governor used to take him out with him and range the fields to a considerable distance. His friends anticipating the fatal consequences of a trial at this time, concerted a plan by which Ryland was to effect an escape in one of these excursions, and which was to have been executed in such a manner, as to exonerate his keeper. But probable as the result appeared, when mentioned to the unfortunate man, instead of acceding to it he protested that if he were to meet his punishment at that moment, he would embrace it rather than betray the confidence with which the governor had permitted his excursions. He was deaf to all remonstrance and ultimately prefered the risk

৫২ অতি মহাত্মাপরাধী।

রাইলণ্ড নামে এক জন উত্তম কারীগর ১৭৮১ সালে হস্তুকলমের অপরাধে কারাগারে কয়েদ হয় সে কারাগারাধ্যক্ষের সঙ্গে এইমত প্রীতি করিল যে সে তাবৎ কারাগার ও বাগানের মধ্যে যেখানে তাহার ইচ্ছা সেখানে তাহাকে ভ্রমণ করিতে দিত এবং তদতিরিক্ত বৈকালে য খন অন্য কয়েদী ব্যক্তিরা বদ্ধ হইত তখন তা হাকে সঙ্গে করিয়া অতিদূরস্থ মাঠে বেড়াইতে ল ইয়া যাইত। তাহার মিত্রেরা এতৎসময়ে তাহার মোকদ্দমার বিষয়ে যে অতিশয় অমঙ্গল হইবে ইহা ভাবিয়া এই উপায় চাহরিল যে ঐ রাই লণ্ড পূর্ব্বোক্ত ভ্রমণকালে পলায়ন করে এবং সেই কার্য্য সিদ্ধকরণে কারাগারাধ্যক্ষের উপরে কিছু দোষ না ঘটে। কিন্তু ইহা সফলহওনের সম্ভাবনা হইয়াও যখন সেই দুর্ভাগ্য অপরাধি কে তাহা কহা গেল তখন সে তাহাতে সম্মত না হইয়া বরং এই প্রতিজ্ঞা করিল যে যদি আমার প্রাণ দণ্ড এক্ষণে হয় তথাপি কারাগারাধ্যক্ষ ভ্র মণকরণের অনুমতি দেওয়াতে আমার উপরে যে প্রত্যয় রাখিয়াছে তাহার অন্যথা কদাচ করিব না। তাহারদের সকল প্রতিবাদ হেয় জ্ঞান ক

of death to a breach of friendship, and was hanged.

53. *French Gaiety.*

In the campaign of 1812, a distinguished French general was severely wounded in the leg. The surgeons on consulting, declared that amputation was indispensable. The general received the intelligence with much composure. Among the persons who surrounded him, he observed his valet de chamber, who was immersed in profound grief. "Why dost thou weep?" said his master smilingly to him. "It is a fortunate thing for thee, thou wilt have only one boot to clean in future."

54. *Lord Howe.*

Admiral Lord Howe, when a captain, was once hastily awakened in the middle of the night by the officer of the watch, who informed him with great agitation, that the ship was on fire near the magazine. "If that be the case," said he, rising leisurely to put on his clothes,

রিয়া শেষে মিত্রতা উল্লঙ্ঘনাপেক্ষা সে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া ফাঁসি পরিল।

৫৩ স্বদেশীয় রসিকতা।

১৮১২ সালের যুদ্ধেতে খ্যাত্যাপন্ন ফ্রান্সীয় এক জন সেনাপতি সাহেব আপনার জঙ্ঘাতে অতিশয় আঘাতী হইলেন। ইহাতে অস্ত্রবৈদ্যকেরা পরামর্শ করিয়া কহিলেন যে সেই অঙ্গ না কাটিলে তিনি রক্ষা পাইবেন না। সেনাপতি সাহেব অতিশয় অকাতররূপে তাহা শুনিলেন। তাঁহার চতুর্দ্দিগে দণ্ডায়মান ব্যক্তিরদের মধ্যে তাঁহার পরিচারককে শোকার্ণবে নিমগ্ন দেখিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন যে তুই কেন রোদন করিতেছিস তোর পক্ষে মঙ্গল হইল ইহার পরে তোর কেবল এক বুট সাফ করিতে হইবে।

৫৪ লর্ড হৌ।

লর্ড হৌনামক এক জাহাজপতি যখন জাহাজের কাপ্তান ছিলেন তখন চৌকীর অধ্যক্ষ নিশীথে হঠাৎ তাঁহাকে জাগাইয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল যে বারুদখানার নিকটে অগ্নি লাগিয়াছে। তাহাতে লর্ড হৌ আপন পোশাক পরিবার নিমিত্তে ধীরে২ শয্যাহইতে উঠিয়া ক

"we shall soon know it." The officer flew back and almost instantly returning from the scene of danger, exclaimed, "You need not, Sir, be afraid, the fire is extinguished." "Afraid!" exclaimed Howe, "what do you mean by that Sir? I have never known what fear is." Then looking the officer full in the face he added, "Pray Sir, do you see any token of fear in my countenance?"

55. *General Valhubert.*

At the battle of Austerlitz, it was the order of the Emperor not to break the ranks, in order to give assistance to the wounded. General Valhubert was among those who fell; he was severely wounded by a cannon shot in the thigh. His soldiers stopped to raise him up. The gallant general waved to them to begone, exclaiming, "Remember the order of the Emperor; you will have abundant leisure to pick me up after the victory." He was afterwards removed, and met death with the most

হিলেন যে যদি তাহা হইয়া থাকে তবে আমরা তদ্বিষয় অতিশীঘ্র অবগত হইব। অধ্যক্ষ অতি বেগে দৌড়িয়া গিয়া পুনর্ব্বার সঙ্কট স্থানহইতে প্রায় তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল যে মহাশয় ভয় নাই ভয় নাই অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে। লর্ড হৌ কহিলেন যে ভয় শব্দের অর্থ কি আমার জীবনাবিধি জানি না যে ভয় কাহাকে বলে। অপর অধ্যক্ষের মুখের দিগে অতিদৃঢ়রূপে তাকাইয়া কহিলেন যে মহাশয় তুমি আমার মুখে কিছু ভয়ের চিহ্ন দেখিতে পাও।

৫৫ বালহুবর্টনামক সেনাপতি।

অস্তলিট্সের মহাযুদ্ধে ফ্রান্সীয় বাদশাহের এই হুকুম ছিল যে আঘাতি ব্যক্তিবৃন্দের উপকারকরণার্থে শ্রেণীভঙ্গ করা যাইবে না। বালহুবর্ট সেনাপতি তোপের এক গুলির দ্বারা জঙ্ঘাতে অতিশয় আঘাতী হইয়া ভূমিপতিত হইলেন। সৈন্যেরা তাঁহাকে তুলিয়া লওনার্থে ক্ষণেক স্থগিত হইল। কিন্তু সেই সাহসিক সেনাপতি তাহার দিগকে অগ্রসরহওনার্থে হস্তের দ্বারা ইসারা করিয়া কহিলেন যে বাদশাহের হুকুম স্মরণে রাখ তোমরা বিপক্ষেরদিগকে নষ্ট করিলে আমাকে তুলিয়া লওনের যথেষ্ট অবকাশ হইবে। যুদ্ধের পরে তাহারা তাঁহাকে সেই স্থান

heroic tranquillity. At the approach of death he wrote to the emperor, " In an hour, I shall be no more, I do not regret life, since I have participated in a victory which will insure you a happy reign. When you think of the brave, who were devoted to your service, remember me."

56. *Scotch Pirate.*

A Scotch Pirate of the name of Le Briton, having been attacked by some English vessels in 1512, defended herself with extraordinary courage; but being at last mortally wounded and no longer able to fight, he bid one of his sailors bring him his flute, on which he played for their encouragement as long as his breath would permit him.

57. *Magnanimous peasant.*

A great inundation having taken place in the north of Italy, the river Adige carried away a bridge near Verona, with the exception of

হইতে তুলিয়া লইয়া গেল এবং তিনি বীরের ন্যায় অকাতররূপে পঞ্চত্ব পাইলেন। আসন্ন কালে বাদশাহের নিকটে তিনি এই পত্র লিখিলেন যে এক ঘণ্টার অধিক আমি বাঁচিব না কিন্তু অদ্যকার যে জয়ে তোমার রাজ্যের কল্যাণ হইবে সেই জয়ের সম্ভোগি হওয়াতে আমার মরণের বিষয়ে আমি খেদ করি না। যে সাহসিক ব্যক্তিরা ত্বৎপরায়ণ ছিল তাহারদের স্মরণ যখন তোমার মনে উপস্থিত হইবে তখন আমাকেও স্মরণ করিবা।

৫৬ স্কটলণ্ডদেশীয় বোম্বেটিয়া।

লিব্রিটননামক স্কটলণ্ডদেশীয় এক জন বোম্বেটিয়া ১৫১২ সালে কতক ইংগ্লণ্ডীয় জাহাজ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া অসম সাহসপূর্ব্বক যুদ্ধ করিল কিন্তু শেষে সাঙ্ঘাতিকরূপে আঘাতী হইয়া এবং আর যুদ্ধ করিতে না পারিয়া আপনার এক জন মল্লাকে আপনার বাদ্য তাহার নিকটে আনিতে আজ্ঞা করিল এবং মল্লারদের আশ্বাসের নিমিত্তে যাবৎ কাল তাহার নিশ্বাস ছিল সেপর্য্যন্ত তাহা বাজাইতে ক্ষান্ত হইল না।

৫৭ মহাত্মা কৃষক।

ইটালিদেশের উত্তর ভাগে বন্যাহওয়াতে বেরোনা নগরের নিকটে আডিজনামক নদীর

middle arch on which stood the house of the toll-gatherer, who thus with his whole family remained imprisoned by the stream, and in momentary danger of destruction. They were discovered from the banks stretching forth their hands and imploring succour, while fragments of the only remaining arch were continually dropping into the water.

In this extreme danger, a nobleman who was present, held out a purse of one hundred sequins, as a reward to any person who would take a boat and deliver this unhappy family. But the danger was so great of being borne down by the rapidity of the current; of being dashed against a fragment of the bridge, or of being crushed by the falling stones of the arch, that no one had courage enough to attempt such an exploit.

A peasant passing along was informed of the circumstance, and of the promised reward. Immediately jumping into a boat he gained the place, by strength of oars and gradually

সাঁকোর মধ্যের খিলানব্যতিরিক্ত আর সকল খি লান ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার উপরে শুল্কগ্রাহকের বাসা ছিল এবং সে ব্যক্তি সপরিবারে এইরূপে স্রোতের দ্বারা রুদ্ধ হইল এবং প্রতিক্ষণ মৃত্যুর অপেক্ষা করিতে লাগিল। হস্ত বিস্তীর্ণ করিয়া উ চ্চৈঃস্বরে লোকেরদের নিকটে উপকার প্রার্থনা করিতে নদীর তীরহইতে লোকেরা তাহারদিগকে দেখিল। ইতিমধ্যে অবশিষ্ট যে খিলান ছিল তাহা খণ্ড২ হইয়া জলের মধ্যে ক্রমে পড়িতে লাগিল।

এই অত্যন্ত সঙ্কট সময়ে সেই স্থানে বর্ত্তমান এক জন কুলীন পাঁচ শত টাকার এক তোড়া হাতে তুলি য়া কহিলেন যে যে ব্যক্তি একখান নৌকা লইয়া ঐ দুর্ভাগ্য পরিবারকে রক্ষা করিবে সে এই টাকা পাইবে কিন্তু স্রোতের বেগপ্রযুক্ত বহিয়া যাওনের অথবা সাঁকোর ভগ্ন কোন অংশের দ্বারা নষ্টহ ওনের অথবা সেই অবশিষ্ট খিলানের স্খলিত প্র স্তরেতে নিমগ্নহওনের সম্ভাবনায় সেই অদ্ভুত কর্ম্মে প্রবৃত্তহওনে কাহার সাহস জন্মিল না।

তৎসময়ে এক জন কৃষক সেই স্থান দিয়া গ মন করত সেই সকল বৃত্তান্ত এবং অঙ্গীকৃত পারিতোষিকের বিষয় অবগত হইল। পরে তৎ ক্ষণাৎ একখান নৌকার উপরে লম্ফ দিয়া পড়িয়া দাঁড়ের বলে সেই স্থানে পঁহুছিল এবং ক্রমে আ

brought his boat under the bridge; the whole family then descended safely by means of a rope. "Courage," said he, "you are safe." By a strenuous effort, and great strength of arm, he brought the boat and family to shore. "Brave fellow!" exclaimed the Count, handing the purse to him, "here is your recompence." "I shall never expose my life for money," answered the peasant, "my labour is a sufficient livelihood for myself, my wife, and children. Give the purse to this poor family, who have lost all."

58. *Lady Russell.*

When the virtuous Lord Russell was through the cruelty of the king brought to trial, he requested that notes might be taken of the evidence for his use. The Attorney General in order to prevent his obtaining the aid of Counsel, told him he might use the hand of one of his servants in writing if he pleased. "I ask no more," answered his Lordship, "but that of the Lady who sits by me."

পনার নৌকা সেই সাঁকোর নীচে লইয়া গিয়া এক রজ্জুর দ্বারা তাবৎ পরিজনকে তন্মধ্যে নামাইয়া কহিল সাহস২আর ভয় নাই। পরে অত্যন্ত যত্নপূর্ব্বক এবং বাহুবলে সেই সকল পরিজনকে নৌকার দ্বারা তটে আনিল। কুলীন তাহাকে তৎক্ষণাৎ কহিলেন যে হে সাহসিক ব্যক্তি তোমার পারিতোষিক লও। কৃষক কহিল যে টাকার নিমিত্তে কখনো আমার প্রাণসংশয় করিব না আমার নিজ পরিশ্রমের দ্বারা আমার স্ত্রী সন্তানাদির দিনপাত হয় বরং তোড়া এই গরিবদিগকে দেও তাহারদের যথাসর্ব্বস্ব গিয়াছে।

৫৮ লেডি রসল।

যখন ইংগ্লণ্ডের বাদশাহের নির্দ্দয়তাতে অতিশয় পুণ্যাত্মা লার্ড রসলের মোকদ্দমা হইল তখন তিনি এই প্রার্থনা করিলেন যে তাঁহার কারণ কেহ সাক্ষির জোবানবন্দী লিখে। তিনি কোন উকীলের উপকার যে না পান এই অভিপ্রায়ে বাদশাহের উকীল তাঁহাকে কহিলেন যে তাঁহার ইচ্ছাক্রমে তিনি আপনার কোন এক চাকরের দ্বারা তাহা টুকিয়া লন। কুলীন প্রত্যুত্তর করিলেন যে আমার নিকটে উপবিষ্টা আমার স্ত্রীর সহায়তাব্যতিরেকে অন্য কাহারো উপকার চাহি না। যখন

When the spectators, at these words, turned their eyes, and beheld his wife rising up to assist her lord in this his utmost distress, a thrill of anguish ran through the assembly. Lady Russell continued to take notes during the whole of her husband's trial; and when he was condemned, this amiable lady threw herself at the feet of the king, to ask mercy for her husband. She pleaded with many tears the merits and loyalty of her father, as an atonement for those errors into which her husband might have fallen. But her supplications were lost upon the heart of the royal profligate.

On the night before Lord Russell's execution, as his wife was about to take leave of him, he took her by the hand, and said, "This flesh you now feel, in a few hours, will be cold in death." At ten o'clock she left him. He kissed her four or five times, and she so governed her sorrow, as not to add by the

দশকেরা এই কথা শ্রবণমাত্র আপনারদের চক্ষুঃ ফিরাইয়া দেখিল যে তাঁহার স্ত্রী আপনার প্রভুর এই অত্যন্ত দুরবস্থায় তাঁহার উপকাররকণার্থে দণ্ডায়মানা হইয়াছেন তখন তাবৎ জনতা দুঃখেতে কম্পান্বিত হইল। লেডি রসল অপনার স্বামির মোকদ্দমাকরণের তাবৎ সময়ে সাক্ষিরদের জোবানন্দী বটুকিয়া রাখিলেন এবং যখন তাঁহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইল তখন এই দয়ালু স্ত্রী রাজার চরণতলে পড়িয়া আপন স্বামির বিষয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। এবং অশ্রুপাতকরণ পূর্ব্বক কহিলেন যে যে অপরাধে আমার স্বামী অভিযুক্ত হইয়াছেন আমার পিতার গুণ ও রাজ পরায়ণত্ব সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্তরূপে গণ্য হউক। কিন্তু সেই লম্পট রাজার হৃদয়ে তাঁহার মিনতি স্থান পাইল না।

লার্ড রসলের হত্যার পূর্ব্ব রাত্রিতে যখন তাঁহার স্ত্রী তাঁহার স্থানে বিদায় লইতে উদ্যত হইলেন তখন তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন যে যে মাংস তুমি এখন স্পর্শ করিতেছ তাহা অল্প ক্ষণ পরে মৃত্যুর দ্বারা শীতল হইবে। দশ ঘণ্টা রাত্রিতে তিনি তাঁহার নিকটহইতে বিদায় হইলেন। তাঁহার পতি তাঁহাকে চারি অথবা পাঁচ বার চুম্বন করিলেন এবং সেই স্ত্রী আপন দুঃখ এমত দমন করিলেন যে তাঁহার দুঃখদর্শনে

sight of her distress to the pain of separation. Thus they parted, not with sobs and tears, but with a composed silence.

When she was gone, Lord Russell said, "Now the bitterness of death is past." Soon after he was executed.

59. *Desertion.*

Frederick the Great, in surveying one evening some of the advanced posts of his camp, discovered a soldier endeavouring to pass the sentinel. His Majesty stopped him, and desired to know where he was going. "To tell you the truth," answered the soldier, "your Majesty has been worsted in so many battles, that unable to remain any longer, I was about to desert." Indeed, answered the monarch; "remain here but one week longer, and if fortune does not mend in that time, I will desert with you too."

পৃথক্‌হওনে তাঁহার স্বামির মনে যন্ত্রণার বৃদ্ধি না হয় এইরূপে তাঁহারা পরস্পর বিদায় হইলেন বিদায়ের সময়ে অশ্রুপাত কি হাহাকার করিলেন না কিন্তু ধীর ও নিঃশব্দে তাঁহারদের শেষ বিচ্ছেদ হইল।

যখন তিনি আপনার স্বামির নিকটে এইরূপে বিদায় লইলেন তখন স্বামী কহিলেন যে মৃত্যুর যন্ত্রণা গেল। ক্ষণেক কাল পরে লার্ড রসলের গলাচ্ছেদন করা গেল।

৫৯ সৈন্যের ছাউনীহইতে পলায়ন।

অতিবিখ্যাত যে ফেদ্রিক রাজা তিনি* এক রাত্রিতে অগ্রসর চৌকীর তদারক করিতে গমন করিয়া দেখিলেন যে শান্ত্রীকে তলাশী না দিয়া এক জন সিপাহী গমনে উদ্যত হইতেছে। বাদশাহ তাহাকে স্থগিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে কোথা যাইস। সে কহিল যে যদি সত্য কহিতে হয় তবে মহাশয় এত যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছেন যে আমি আর তিষ্ঠিতে না পারিয়া সৈন্য হইতে পলায়ন করিতেছিলাম। বাদশাহ প্রত্যুত্তর করিলেন যে ভাল তুমি কেবল আর এক সপ্তাহ থাক এবং যদি তৎকালে আমার কপাল প্রসন্ন না হয় তবে আমিও তোমার সঙ্গে পলাইব।

60. *The fatal effect of sleep.*

One night the emperor Joseph II. of Germany determined on visiting his guards, to ascertain their fidelity, and what dependence might be placed on their vigilance. Finding them all asleep, he returned to his chamber for some money and bound it up in as many purses as there were soldiers on duty, twelve in number. He then visited them once more, and placed under the arm of each, one of those purses, in every one of which were an hundred pieces of gold. One of the sentries was not asleep, but only feigned to be so; he took particular notice of the emperor, and at his departure, examined the purse which had been put under his arm and found that it contained an hundred pieces of gold. Supposing that the bag of each of his companions contained as much, he thought he might without difficulty, take possession of the money before they awoke. This he immediately put in practice.

৬০ ঘুমের অশুভ ফল।

কোন এক রাত্রিতে জর্ম্মণির দ্বিতীয় যোসেফ নামক বাদশাহ আপনার শাস্ত্রীরদের বিশ্বস্ততা নিশ্চয়করণার্থে এবং তাহারদের সতর্কতাতে তিনি কিপর্য্যন্ত বিশ্বাস করিতে পারেন ইহা অবগতহওনার্থে আপনার সৈন্যের মধ্যে গমন করিতে নিশ্চয় করিলেন। তাহারদের সকলকে নিদ্রিত দেখিয়া তিনি আপনার কুটরীর মধ্যে কতক টাকা আনিবার কারণ ফিরিয়া গেলেন এবং তৎসময়ে যত শাস্ত্রী নিযুক্ত ছিল অর্থাৎ বার জন ততসংখ্যক তোড়া করিলেন। পরে পুনর্ব্বার তাহারদিগকে সন্দর্শন করিয়া প্রত্যেক জনের বগলে একটা তোড়া রাখিলেন প্রত্যেক তোড়াতে এক সহস্র মোহর ছিল। তাহারদের মধ্যে কেবল এক জন সৈন্য নিদ্রিত ছিল না কেবল নিদ্রার ছল করিয়া সে বাদশাহের দিগে বিশেষ রূপে তাকাইতে লাগিল এবং বাদশাহ প্রত্যাগমন করিলে আপনার বগলের তোড়া খুলিয়া দেখিল যে তাহার মধ্যে এক শত মোহর আছে। ইহাতে সে অনুমান করিল যে তাহার সঙ্গিরদের তোড়াতেও তত্তুল্য মোহর থাকিবে এবং তাহারদের জাগৃতহওনের পূর্ব্বে অনায়াসে তাহা হস্তগত করিতে পারিব ইহা বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ সে সকল গ্রহণ করিল।

The emperor who had no doubt that all the soldiers were asleep fancied that they would be overjoyed on awaking, to discover their good fortune. He therefore caused them to be called together early in the morning, and asked of them successively what they had dreamed the preceding night, and whether the success was answerable to the vision. He imagined that each would say he had found a purse under his arm with an hundred pieces of gold. But not a word of the matter did he hear from the first eleven; when he enquired of the twelfth, the watchful sentinel, he made a profound bow to the king, and said, "Sire, I fancied last night, that a person who very much resembled your Majesty, visited us one after the other; and finding us all asleep, returned to his chamber, but soon after came back with a dozen purses, which he attached severally to the arm of each of us, and then withdrew. Afterwards, Sire, I saw in my dream, that when that venerable and

তাবৎ সৈন্যই নিদ্রিত ছিল এবং জাগরণ সময়ে আপনারদের সৌভাগ্যের দর্শনে তাহারা অতিশয় আহ্লাদিত হইবে ইহা বাদশাহ ঠাহরাইয়াছিলেন। অতএব তিনি তাহারদিগের প্রত্যেককে অতিপ্রত্যূষে আহ্বান করিয়া একাদিক্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন যে রাত্রিযোগে তোমরা স্বপ্নে কিছু দেখিয়াছিলা কি না এবং স্বপ্নানুসারে তোমরা কৃতার্থ হইয়াছ কি না। তিনি অনুভব করিয়াছিলেন যে তাহারা প্রত্যেকে কহিবে যে আমরা প্রতিজন আপনং বগলে এক শত মোহরপূর্ণ একং তোড়া পাইয়াছিলাম। কিন্তু প্রথম একাদিক্রমে একাদশ ব্যক্তির স্থানে এ বিষয়ের কিছুই শুনিলেন না। যখন তিনি দ্বাদশ ব্যক্তি অর্থাৎ জাগৃত সান্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন তখন সে বাদশাহকে অতিবিনয়পূর্ব্বক নমস্কার করিয়া কহিল যে হে মহারাজ আমি গত রাত্রিতে দেখিলাম যে আপনার সদৃশ এক জন আমারদিগকে একং করিয়া দেখিতে আইলেন কিন্তু আমারদের সকলকে নিদ্রিত দেখিয়া আপন কুটরীতে ফিরিয়া গেলেন এবং কিঞ্চিৎকাল পরে বারটা তোড়া হস্তে করিয়া আমারদের প্রত্যেকের বগলে একং করিয়া থুইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। অপর মহারাজ আমি স্বপ্নে ইহা দেখিলাম যে যখন সেই আদরণীয় দানশীল মহাশয়

generous person had retired, I began to examine the contents of the purse under my own arm, and found in it an hundred pieces of gold. Hence I supposed each of my companions had as many, when I was seized with a sudden desire to put them all together; I did so, and was exceedingly pleased on awaking. This, Sire, is the whole of my dream; I hope your Majesty approves of my conduct.

The emperor learning from this ingenious harangue that this soldier, notwithstanding he had feigned to be asleep like his companions, was the only one awake, permitted him to retain the twelve rewards, saying to him, "the money is all yours, for you only were awake. As for the rest, it is sufficient for them to know, that each had a hundred pieces of gold, which he lost by being asleep. Hence they will learn, that riches are not acquired by slumber; or if by some accident they fall to the share of the slothful, they take flight immediately."

স্থানান্তর হইলেন তখন আমি আপন বগলস্থলের তোড়া খুলিয়া তাহাতে এক শত মোহর পাই লাম অতএব আমি ভাবিলাম যে আমার স ঙ্গিরদেরও তত্তুল্য থাকিবে। তাহাতে আমার অকস্মাৎ এই বাসনা জন্মিল যে সেই সকল তোড়া একত্র করি আমি তাহাও করিলাম এবং জাগৃত হইলে আমি তৎকর্ম্মে অতিশয় আনন্দিত হই লাম। হে মহারাজ এইরূপে আমি আপনার স্ব প্নের তাবৎ বৃত্তান্ত কহিলাম আপনি যে আ মার ক্রিয়াতে সন্তুষ্ট হইবেন আমার এইমাত্র ভরসা।

বাদশাহ এই গুণশালি কথাদ্বারা ইহা অবগত হইলেন যে এই সান্ত্রী যদ্যপি আপন সঙ্গি লোকের মত নিদ্রিতহওনের ছল করিয়াছিল তথাপি সে সময়ে কেবল সে জাগৃত ছিল। তাহাতে তিনি ঐ বারো তোড়া পারিতোষিক লইতে তাহাকে অনুম তি প্রদান করিয়া কহিলেন যে তুমি কেবল জাগৃত ছিলা অতএব টাকা তোমারই। অন্যেরা ইহা জা নুক যে তাহারদের প্রত্যেকের ভাগ্যে এক শতং স্বর্ণ মুদ্রা ছিল তাহা নিদ্রাপ্রযুক্ত হারাইল ইহাতে তাহারা ইহা শিক্ষিবে যে নিদ্রার দ্বারা ধন আই সে না অথবা যদি কোন সুযোগে অলস ব্যক্তির কপালে টাকা হয় তাহা পুনর্ব্বার তৎক্ষণাৎ উ ড়িয়া যায়।

61. *Hapless Union.*

A young lady having met with opposition from her friends in an attachment which she had conceived for Captain Ross, followed him in men's clothes to America during the war, and after incredible search and fatigue found him in the woods, lying for dead, with a wound from a poisoned arrow received in a skirmish with the Indians. Having some knowledge of surgery, she saved his life by sucking his wound and extracting the poison. She nursed him for the space of six weeks, during which time she remained unknown to him, having dyed her skin black. The Captain being recovered, they removed into Philadelphia, where as soon as she had found a clergyman to unite them, she was married to the man for whom she had made such efforts, and whose life she had so wonderfully preserved. They lived for four years in the greatest friendship, but the fatigue she had

৬১ অদ্ভুত বিবাহ।

এক যুবতী স্ত্রী কাপ্তান রসনামক এক জন সাহে বের সঙ্গে অতিশয় প্রেমাসক্তা হইবাতে তাঁহার পরিজনেরা তদ্বিষয়ে অতিশয় প্রতিবাদী হইল ইহাতে তিনি যুদ্ধকালে আমেরিকা দেশপর্য্যন্ত পুরুষের বেশধারণপূর্ব্বক ঐ সাহেবের পশ্চাৎ২ গেলেন এবং অসাধ্য অনুসন্ধান ও ক্লেশপ্রাপণা নন্তর তিনি তদ্দেশস্থ লোকেরদের সঙ্গে যুদ্ধকরণে বিষযুক্ত শরাঘাতে মৃতের ন্যায় ভূমিপতিত তাঁ হাকে বনমধ্যে পাইলেন। অস্ত্রচিকিৎসাতে সেই স্ত্রীর কিছু অভ্যাস ছিল অতএব তিনি সেই আ ঘাতহইতে আপনমুখেতে চোষণদ্বারা বিষ আ কর্ষণ করিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করিলেন এবং ছয় সপ্তাহপর্য্যন্ত তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিলে ন। সেই তাবৎকালে তিনি সেই পুরুষকর্তৃক অ জ্ঞাতা ছিলেন কারণ তিনি আপন চর্ম্ম কৃষ্ণবর্ণ করিয়াছিলেন। পরে কাপ্তান সাহেব সুস্থ হ ইলে তাঁহারা ফিলাদেল্ফিয়া নগরে গমন ক রিলেন এবং সেখানে তাঁহারদের উভয়ের বিবাহ দেওনের নিমিত্তে এক জন পুরোহিত পাইয়া যে পুরুষের নিমিত্তে এবম্বিধ যত্ন করিয়া তাঁহার প্রাণ আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা করিয়াছিলেন অবিলম্বে তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। তাঁহারা প্রীতিপ্রণয়ে চারি বৎসর বাস করিলেন কিন্তু

undergone, and the poison, imbibed from the wound, which had not been completely eradicated, undermined her constitution. The knowledge of this circumstance, and the piercing regret of having been the occasion of her malady, affected Captain Ross to such a degree, that he died of a broken heart in America. His faithful partner returned to England, but died in consequence of grief in the following year, at the age of twenty-six.

62. *Public Treasurer.*

The unfortunate Maria Antoinette, queen of France, anxious to discharge some private debts to the amount of several lakhs, sent one morning to M. Necker the minister, and requested that he would assist her with that sum, and charge it to the public accounts. M. Necker felt equally impressed with a regard for the honor of his royal mistress, and the fidelity which he owed his sovereign; he therefore told the queen that the money should be

স্ত্রী যে পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং আঘাত হইতে যে বিষ চুষিয়া লইয়াছিলেন তাহা আপন শরীরহইতে উত্তমরূপে নির্গত না হওয়াতে তাঁহার শরীর ক্রমে২ ক্ষয় পাইতে লাগিল। কাপ্তান রস সাহেব ইহা অবগত হইয়া এবং তিনিই যে তাঁহার অসুস্থতার কারণ ইহাও জানিয়া অতিশয় খেদাবিষ্ট হইয়া ভগ্নান্তঃকরণপূর্ব্বক আমেরিকাদেশে লোকান্তরগত হইলেন। তাঁহার অতিশয় সাধ্বী পত্নী ইংগ্লণ্ডদেশে ফিরিয়া গেলেন কিন্তু পর বৎসরে ছাব্বিশ বৎসরবয়স্কা হইয়া খেদপ্রযুক্ত তিনিও মরিলেন।

৬২ সরকারী খাজাঞ্চি।

ফ্রান্সদেশের মারিয়া আন্তোনেত নাম্নী অভাগা রাণী আপনার নিজ কএক লক্ষ টাকা ঋণ পরিশোধকরণের ইচ্ছা করিয়া এক দিন প্রত্যূষে নেকরনামক রাজমন্ত্রিকে আহ্বান করিয়া কহিলেন যে সরকারী খরচের বহীতে সেই টাকা লেখাইয়া আমাকে সে টাকা দেও। ঐ নেকর সাহেব আপনার রাণীর সম্ভ্রমের প্রতি এবং আপনার রাজা তাঁহার উপরে যে বিশ্বাস রাখিয়াছিলেন এই উভয়ের প্রতি দৃষ্টি করিয়া রাণীকে কহিলেন যে সে টাকা আমি এক্ষণে আনিয়া

instantly procured, although it should neither come from, nor be placed to, the state. Accordingly, the money was advanced to her majesty in an hour out of his own private estate. The queen understanding this, was so struck with his generosity that she laid the whole of the affair before the king, who immediately sent for M. Necker, and complimenting him on his integrity and nobleness of heart, directed him at the same time to re-imburse himself out of the public treasury.

63. *The Palanquin bearers of Madras.*

Sir John Malcolm in his evidence before the House of Commons observed, that there existed a large class of Palanquin boys at Madras, who amount to twenty or thirty thousand, a great proportion of whom are employed by the English, and as a body are remarkable for their industry and fidelity. He said, "During a period of nearly thirty years, I cannot call to mind one instance being proved of theft in any of this class of men, yet the a-

দি কিন্তু সরকারী কোষহইতে লওয়া যাইবে না ও তাহা সরকারী খরচে লেখা যাইবে না। ইহা কহিয়া তিনি এক ঘণ্টার মধ্যে আপনার নিজ তহবীলহইতে সে সকল টাকা রাণীকে আনিয়া দিলেন। রাণী ইহা অবগতা হইয়া তাহার এই দানশীলতাতে চমৎকৃতা হইলেন ও তাহার তাবদ্বৃত্তান্ত রাজাকে কহিলেন। রাজা তৎক্ষণাৎ নেকর সাহেবকে আহ্বান করিয়া তাঁহার সৌজন্য ও তাঁহার সুশীলান্তঃকরণের অতিশয় প্রশংসা করিলেন এবং তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ সেই সকল টাকা রাজকোষহইতে ফিরিয়া লইতে আজ্ঞা করিলেন।

৬৩ মান্দ্রাজের পাল্কির বেহারা।

সর জান মালকম সাহেব যখন পার্লিমেণ্টে সাক্ষ্য দেন তখন তিনি কহিলেন যে মান্দ্রাজে বিশ অথবা ত্রিশ হাজার পালকির বেহারা থাকে তাহার অধিকাংশ ইংগ্লণ্ডীয়দিগের চাকরীতে নিযুক্ত এবং তাহারা প্রায় সকলেই মনোযোগ ও বিশ্বস্ততায় বিখ্যাত। তিনি কহিলেন আমার স্মরণে আইসে না যে ত্রিশ বৎসরের মধ্যে তাহারদের কোন এক ব্যক্তির প্রতি চৌর্য্যাপবাদ হইয়াছিল তথাপি তাহারদিগের মাসিক বেতন আন্দাজী

verage of their wages was only six Rupees a month. I remembered to have heard of one instance of extraordinary fidelity. An officer died in his palanquin at the distance of nearly three hundred miles from Madras with a sum of about Thirty Thousand Rupees in his possession. Those honest bearers, alarmed lest suspicion should attach to them, salted his body, brought it three hundred miles to Madras, and lodged it in the Town-major's office, with all the money sealed in bags."

64. *Cardinal Ximenes.*

The most upright and one of the most able ministers that ever lived was Ximenes, regent of Spain during part of the minority of Charles V. He was perhaps the only minister of whom it can be said, that he did not advance a single member of his family to any post of honor. He behaved with much kindness towards his relatives, but left them in the enjoyment of their humble station. Having on one

কেবল ছয় টাকা। এক সময়ে তাহারদের অতি বিশ্বস্ততার কার্য্য আমি অবগত হইলাম। মান্দ্রাজহইতে দেড় শত ক্রোশান্তরে পাল্‌কির মধ্যে এক জন সেনাপতি মরিলেন পাল্‌কিতে তাঁহার ত্রিশ হাজার টাকা ছিল। সেই সুশীল বেহারারা আপনারদিগের প্রতি কিছু সন্দেহ না হয় এ জন্যে ঐ সাহেবের শব লবণাক্ত করিয়া রাখিল পরে তাহা দেড় শত ক্রোশান্তর মান্দ্রাজে আনিয়া টৌন মেজর সাহেবের দপ্তরখানায় রাখিল এবং তাঁহার সঙ্গে যে সকল টাকা ছিল তাহা তোড়াবন্দি ও মোহর করিয়া আনিয়া দিল।

৬৪ কার্ডিনাল জিমিনিস।

পৃথিবীতে সুশীল ও বিজ্ঞ রাজমন্ত্রিরদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্ডিনাল জিমিনিস পঞ্চম চার্লেসর নাবালকী কালে স্পাইনদেশের রাজার প্রতিনিধি ছিলেন। অন্যান্য মন্ত্রির বিষয়ে যাহা না কহা যায় তাহা তাঁহার বিষয়ে কহা যায় তিনি আপনার বংশের কোন এক জনকে সম্ভ্রমবিশিষ্ট পদে নিযুক্ত করেন নাই। তিনি আত্মকুটুম্বেরদের সঙ্গে অতিশয় শিষ্টাচার করিতেন বটে কিন্তু তাঁহারদিগকে নীচাবস্থাহইতে উদ্ধার করেন নাই। এক সময়ে তিনি নিজগ্রামে গমন করিতে

occasion paid a visit to his native village, a female relative being ashamed of appearing before him in her homely dress, was hastily retiring, but was stopped by Ximenes, who bade her continue her employment. "This dress," said he, "and this employment suit you well, attend to your household affairs." The disinterestedness of the Cardinal was the more remarkable, as his authority as Regent was almost unlimited; wealth, honors, and power, were all at his command, but in no instance had his private interests the smallest influence in their distribution. His large revenues were all expended in public acts of munificence, or in relieving the suffering poor. As a statesman he was profound, and decisive; during the twenty months of his Regency, he raised the Spanish monarchy to a degree of power and splendour, never known before or since.

How melancholy is it to reflect on the reward which awaited such invaluable services! On

গেলে তাহার এক কুটুম্বিনী স্বকীয় কদর্য্য পরিচ্ছদে লজ্জা পাইয়া অতিশীঘ্র এক কুটরীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল ইতোমধ্যে জিমিনিস তাহাকে আটক করিয়া কহিলেন কর্ম্ম ত্যাগ করিও না এই পোশাক এবং এই কর্ম্ম তোমার উপযুক্ত গৃহাদির কর্ম্মে মন দেও। তাহার নিস্পৃহতা আরো ইহাতে অধিক প্রকাশ পাইল যে রাজার প্রতিনিধিস্বরূপে তাঁহার পরাক্রম অসীম ছিল কি ধন কি সম্ভ্রম কি পরাক্রম সকলই তাঁহার অধীন কিন্তু কোন গতিকে তিনি সেই সকল প্রদানকরণে নিজ পরিবারের উপকারের প্রতি দৃষ্টি করিলেন না। তাঁহার বহুল ধন তিনি সরকারী কীর্ত্তিশালি ক্রিয়াতে ব্যয় করিলেন অথবা দরিদ্রেরদিগকে প্রদান করিলেন। মন্ত্রির কর্ম্মে তিনি অতিশয় গম্ভীর ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন এবং যে বিংশতি মাস সরকারী তাবৎ কর্ম্ম তাঁহার হস্তগত ছিল তাহাতে তিনি স্পাইন রাজ্যের পরাক্রম ও ঐশ্বর্য্য এমত বৃদ্ধি করিলেন যে পূর্ব্বাপর কখন সেই রাজ্যের ভাগ্যে এইরূপ হয় নাই।

এই সকল অদ্বিতীয় যত্নেতে তিনি যে পারিতোষিক পাইলেন তাহা শ্রবণে মন উৎকণ্ঠিত হয়।

the arrival of Charles in Spain, the enemies of Ximenes used every possible effort to prevent a meeting between them. Ximenes on his way to join the king, fell ill, but wrote to Charles earnestly soliciting an interview. Under the plea of multiplicity of business, Charles delayed from time to time to comply with his request. Ximenes, whose high spirit had during a long life of eighty years been proof against all the attacks of fortune, sunk under this unexpected neglect. Charles at length wrote him a short letter to express his approbation of his fidelity; it contained a formal dismissal from his important offices, under the pretence that it was time he should retire from the fatigues of a public station. The great soul of Ximenes could not brook this; he perused the cruel epistle, and a few hours after expired.

65. *Dr. Mead.*

In 1722, Atterbury's plot for the restorati-

চার্ল্স রাজা স্পাইন দেশে পঁহুছিলে জিমিনিসের শত্রুরা কোনরূপে তাঁহারদের উভয়ে সাক্ষাৎ না হয় এ নিমিত্তে যথাসাধ্য উদ্যোগ করিল। জিমিনিস রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কারণ যাত্রাকরত পথিমধ্যে পীড়িত হইয়া চার্ল্সের নিকটে পত্র লিখিলেন এবং তাঁহার সহিত একবার সন্দর্শন হয় এ নিমিত্তে অধিক মিনতি করিলেন। কিন্তু কার্য্যের বাহুল্যের ছলে চার্ল্স বারম্বার তাঁহার প্রার্থনাতে মনোযোগ করিলেন না। অতএব যে জিমিনিস আশী বৎসরপর্য্যন্ত কোন দুর্য্যোগে কখন ভগ্নমনা হন নাই তিনি এই অনপেক্ষিত অসম্মান দেখিয়া একেবারে কাতর হইলেন। অবশেষে চার্ল্স তাঁহার নিকটে এক রোকা লিখিয়া কহিলেন যে তোমার বিশ্বস্ততায় আমি সন্তোষ পাইয়াছি কিন্তু সরকারী কার্য্যের ভারহইতে তোমার মুক্তহওনের কাল আগত এই ছলেতে তাঁহাকে সকল কার্য্যের বহির্ভূত করিলেন। জিমিনিসের মহাপ্রাণ ইহা সহিতে না পারিয়া এই কঠিন পত্র পাঠ করণানন্তর অল্পক্ষণে পরলোকগত হইলেন।

৬৫ ডাক্তর মিড।

১৭২২ সালে ষ্টুআর্ট রাজবংশকে পুনর্ব্বার